পরিবেশ, বন ও জলবায়ু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ক। প্রশাসনিক ও নীতি বিষয়ক

১। ন্যাশনাল এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান (NAQMP) প্রণয়ন

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমায়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করার জন্য মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন তা করা হয়নি। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে ন্যাশনাল এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান (NAQMP) চূড়ান্ত করে গেজেটে প্রকাশ করেছে (সংযুক্তি-১)। এই প্লানের ধারাবাহিকতায় বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু হয়েছে।

২। সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক চিহ্নিত ও ব্যবহার সীমিতকরণের জন্য প্রজ্ঞাপন জারি

প্লাস্টিক দূষণরোধে, সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করার (Phase out) লক্ষ্যে 'কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১' অনুসারে ২৮ আগস্ট ২০২৪ তারিখে ১৭টি পণ্যকে 'সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক' পণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে (সংযুক্তি-২) এবং ক্রমান্বয়ে এগুলোর ব্যবহার কমানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিগত ০৯ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রথম ধাপে স্ট্র (Straw), স্টায়ারার (Stirrer) ও কটন বাড (Cotton Bud)- এই ০৩ (তিনটি) Single-use Plastic (SUP) পণ্যের উৎপাদন, আমদানি, বাজারজাতকরণ, বিক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, মজুদ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন এবং ব্যবহার ০১ জুন ২০২৫ তারিখ থেকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে (সংযুক্তি-৩)। এরই ধারাবাহিকতায় ২ অক্টোবর ২০২৫ হতে বাংলাদেশ সচিবালয়ে তালিকাভুক্ত সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্দেশনা জারি করা হয়েছে (সংযুক্তি-৪)।

৩। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০২৫ প্রণয়ন

"শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬" বাতিল করে ২০২৫ এ নতুন বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত বিধিমালায় পুলিশকে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। পূর্বে সরাসরি কোনো ক্ষমতা না থাকায় তারা এ বিষয়ে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারত না। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা সর্বদা সড়কে অবস্থান করেন; ফলে তাদেরকে ক্ষমতায়িত করলে সড়কে শব্দদূষণ কমানো সম্ভব হবে। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে বনাঞ্চলে বনভোজন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। উন্মুক্ত স্থানে লাউড স্পীকার ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান ও নির্মাণ কাজে শব্দদূষণের বিষয়ে কঠোর বিধান সন্নিবেশ করা হয়েছে। শব্দদূষণের বিরুদ্ধে প্রতিকার পেতে পরিবেশ অধিদপ্তরে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির বিধানসহ ২৪ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২৫ এর প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে (সংযুক্তি-৫)।

৪। জাতীয় বননীতি, ২০২৫ প্রণয়ন

বন ব্যবস্থাপনাকে রাজস্ব কেন্দ্রিকতা থেকে সংরক্ষণমুখী করতে, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায়, প্রাকৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে বন, বাস্তুতন্ত্র, বন্যপ্রাণী, জীববৈচিত্র্য ও বনজ সম্পদের সংরক্ষণ, উন্নয়ন, বন সম্প্রসারণ, বন-সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনা জোরদার করার উদ্দেশ্যে জাতীয় বননীতি, ১৯৯৪ যুগোপযোগী করে জাতীয় বননীতি, ২০২৫ প্রণয়ন করা হয়েছে (সংযুক্তি-৬)। বন সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ, স্থানীয় জনগোষ্ঠী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী ও বেসরকারি সংগঠন, তরুণদের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং পরিবেশবান্ধব, দেশিয় বৃক্ষ প্রজাতি দ্বারা বনায়নের বিধান নতুন বননীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৫। বন ও বৃক্ষ সংরক্ষণ অধ্যাদেশ, ২০২৬ প্রণয়ন

বন প্রশাসন পরিচালিত হয় ১৯২৭ সালের ঔপনিবেশিক বন আইন দ্বারা। সময়ের বিবর্তনে বিশ্বব্যাপী বন ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে যা কাঠামোগত কারণে ১৯২৭ সালের বন আইনে সন্নিবেশ করা সম্ভব নয়। ১৯২৭ সালের বন আইনটি প্রশাসনিক— এই আইনে বন সংরক্ষণের বিষয়ে বন বিভাগের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে কোনো বিধায় নেই। বন সংরক্ষণে তাই নতুন অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তাতে ভিন্ন উদ্দেশ্যে বনভূমির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, বনভূমির দখল-প্রতিরোধ, বন ও বনভূমির সংরক্ষণ, বনভূমির পরিমাণ হ্রাস, বনভূমির সীমানা চিহ্নিতকরণ, বনবিরুদ্ধ/বন-বহির্ভূত কাজে প্রাকৃতিক বনভূমি ব্যবহার বন্ধ করাসহ প্রযুক্তির মাধ্যমে বন পর্যবেক্ষণ এর বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই অধ্যাদেশে বন বিভাগের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

বৃক্ষের অনিয়ন্ত্রিত কর্তন ও অপসারণ এর নিয়ন্ত্রণ আনতে বন অধিদপ্তর “বিপদাপন্ন বৃক্ষ”, “নিষিদ্ধ বৃক্ষ” ও “কর্তনযোগ্য বৃক্ষ” এর তালিকা প্রণয়ন করবে। কর্তনযোগ্য বৃক্ষ কাটতে “বৃক্ষ সংরক্ষণ কর্মকর্তা” এর অনুমতি নিতে হবে। বৃক্ষ কর্তনের একান্ত আবশ্যক ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণমূলক বনায়নের বিধানসহ ৬ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে বন ও বৃক্ষ সংরক্ষণ অধ্যাদেশ, ২০২৬ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে (সংযুক্তি-৭)। নতুন বননীতি ও বন সংরক্ষণ অধ্যাদেশে বন-নির্ভর জনগোষ্ঠীর অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

৬। বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) অধ্যাদেশ, ২০২৬ প্রণয়ন

বিদ্যমান বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ বন্যপ্রাণী সুরক্ষায় কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখেনি তাই এই আইনটি বাতিল করে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) অধ্যাদেশ, ২০২৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। নতুন এ অধ্যাদেশে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও কল্যাণে শক্তিশালী বিধান সংযোজন করা হয়েছে। বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধ নিয়ন্ত্রণে বাঘ, হাতিসহ অন্যান্য ২৪৭টি গুরুত্বপূর্ণ বন্যপ্রাণী শিকারের অপরাধকে আমলযোগ্য ও জামিন অযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এছাড়া আরো ১৩২৫টি বন্যপ্রাণীসহ মোট ১৫৭৪টি বন্যপ্রাণীকে সুরক্ষা প্রদানে বিধান করা হয়েছে। বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সংরক্ষনের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ১০০টি বিরল ও বিলুপ্তপ্রায় বৃক্ষ প্রজাতিকে রক্ষিত উদ্ভিদ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বন্যপ্রাণী উদ্ধার, পুনর্বাসন, সংরক্ষণ, মানুষের সাথে দ্বন্দ্ব নিরসন ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির কাজে বন্যপ্রাণী ট্রাস্ট ফান্ড গঠন, বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধ নিয়ন্ত্রণে অপরাধীকে পরোয়ানা ব্যতীত গ্রেফতারের ক্ষমতার বিধান সংযোজন করা হয়েছে। বন্যপ্রাণী পাচার ও বন্যপ্রাণী বিষয়ক অপরাধ নিয়ন্ত্রনে বন অধিদপ্তরের

কর্মকর্তা ছাড়াও পুলিশ, কোস্টগার্ড, বিজিবি ও কাস্টমস কর্মকর্তাদের অবৈধ বন্যপ্রাণী জব্দের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এতে বন্যপ্রাণী বিষয়ক অপরাধ কমে আসবে এবং অপরাধীকে বিচারের আওতায় আনা সম্ভব হবে।

পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে দেশের অভয়ারণ্য ও জাতীয় উদ্যানসমূহে প্রবেশ, চলাফেরা ও করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত করে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) অধ্যাদেশ, ২০২৬ জারি করা হয়েছে (সংযুক্তি-৮)।

৭। সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০২৬ প্রণয়ন

বিদ্যমান সামাজিক বনায়ন বিধিমালায় গাছ কেটে ও বিক্রি করে উপকারভোগীদের অর্থ প্রদানের বিধান ছিল। একইসাথে প্রাকৃতিক বনে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীর ক্ষেত্রে দেশিয় এবং বন উপযোগী গাছ লাগানোর বাধ্যবাধকতা ছিল না । গাছ বিক্রি করে উপকারভোগীদের টাকা দেয়ার বিধান থাকায় বন ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী কোনো ভূমিকা রাখেনি। উপরন্তু বিদেশি, আগ্রাসী ও দ্রুত বর্ধনশীল গাছে প্রাকৃতিক বনগুলোর জীববৈচিত্র্য ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা হুমকির মুখে পড়েছিল। তাই সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০০৪ বাতিল করে সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০২৬ জারি করা হয়েছে (সংযুক্তি-৯)। এ বিধিমালায় অবক্ষয়িত বনাঞ্চলে কেবল বন উপযোগী বৃক্ষ দিয়ে সামাজিক বনায়নের বিধান রাখা হয়েছে। অপরিহার্য ক্ষেত্র ছাড়া গাছ না কেটে উপকারভোগীদের ভিন্ন উপায়ে প্রনোদনা দেয়ার বিধান রাখা হয়েছে যাতে বৃক্ষসমূহ সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশে বৃক্ষাচ্ছাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়।

৮। গ্রামীণ বন বিধিমালা, ২০২৬ এর চূড়ান্ত খসড়া

বনের সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে এবং বন পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে The Forest Act, 1927 এর ধারা-২৮ এর আওতায় গ্রামীণ বন বিধিমালা না থাকায় বনবাসী গোষ্ঠীর সহাবস্থানের মাধ্যমে বন ব্যবস্থাপনার কোনো সুযোগ ছিল না। বনের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থবহভাবে বন নির্ভর জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে বন ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রদানের বিধান রেখে গ্রামীণ বন বিধিমালা, ২০২৬ এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে যা বর্তমানে অংশীজনের মতামত গ্রহণের পর্যায়ে রয়েছে।

৯। বন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন, বন্যপ্রাণী উইং সৃজন এবং প্রশাসনিক জটিলতা কমানো

এই সরকারের অন্যতম পদক্ষেপ হলো বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কার্যক্রমকে ও স্বতন্ত্র একটি উইংএর আওতায় এনে শক্তিশালী ও সক্ষম করা। বন্যপ্রাণীর জন্য স্বতন্ত্র কোনো উইং না থাকায় সারাদেশে বন্যপ্রাণী প্রায় অবহেলিত অবস্থায় আছে এবং বন্যপ্রাণী চুরি, পাচার, মেরে ফেলা ইত্যাদি সমস্যার কোনো কার্যকরী সমাধান হচ্ছে না। বন্যপ্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুরতা রোধে এবং বন্যপ্রাণীর কল্যাণ ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সরকার দ্রুততম সময়ে বন্যপ্রাণী নামে একটি স্বতন্ত্র উইং সৃজন করে উইং গঠনের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করেছে।

বন অধিদপ্তরে ৩০ বছরের অধিক একই পদে কর্মরত ফরেস্টারগণ দীর্ঘদিন পদোন্নতি বঞ্চিত ছিলেন। প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত বিভিন্ন মামলার কারণে দীর্ঘদিন যাবৎ ফরেস্টারদের ডেপুটি রেঞ্জার পদে

পদোন্নতি প্রদান করা সম্ভব হচ্ছিল না এবং বন অধিদপ্তরের ডেপুটি রেঞ্জারের ৪৫৪টি (সকল) পদ দীর্ঘদিন যাবৎ শুন্য ছিল। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২০ বছর পর যাবতীয় আইনি জটিলতা দূর করে ৪৫৪ জন ফরেস্টারকে ডেপুটি রেঞ্জার পদে পদোন্নতি প্রদান করা সম্ভব হয়েছে।

বন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে ২টি অতিরিক্ত প্রধান বন সংরক্ষক, ৩টি উপপ্রধান বন সংরক্ষক, ৬টি বন সংরক্ষক এবং ২৬টি বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ও সমমর্যাদার দপ্তর সৃজনসহ মোট ৩৯৪টি নতুন পদ সৃজনে সক্ষম হয়েছে।

১০। বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন অধ্যাদেশ, ২০২৬

১৯৫৯ সালের ৬৭নং অধ্যাদেশ মূলে বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি) পরিচালিত হয়ে আসছিল। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও অধ্যাদেশটি হালনাগাদ না থাকায় কর্পোরেশনের কার্যক্রম আধুনিকীকরণ ও বৈচিত্র্যময় করা যায়নি। কর্পোরেশনটি অতিমাত্রায় রাবার নির্ভরশীল হওয়ায় বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ে। টেকসই উপায়ে বনজসম্পদ আহরণ, প্রক্রিয়াকরণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বৈচিত্র্যময় বনজশিল্পে বিনিয়োগ এবং উৎপাদিত পণ্য বিপণন ও রপ্তানিসহ বনশিল্পের উন্নয়নে কার্যাদি সম্পাদনকল্পে বনজশিল্প উন্নয়নে দেশি-বিদেশি সংস্থার সাথে চুক্তি সম্পাদনের বিধান রেখে "বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন অধ্যাদেশ, ২০২৬" উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়েছে।

১১। জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড ব্যবহার নীতিমালা সংশোধন

সরকারি সংস্থার সাথে বেসরকারি সংস্থার যৌথভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের সুযোগ অন্তর্ভুক্ত করে জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থ ব্যবহার নীতিমালা সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত নীতিমালার আওতায় সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা যৌথভাবে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

১২। Third Nationally Determined Contribution (NDC 3.0) প্রণয়ন:

UNFCCC এর আওতায় Paris Agreement এর Article-2 এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫০ সে. এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে বাংলাদেশের Third Nationally Determined Contribution (NDC 3.0) প্রণয়ন করা হয়েছে। United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC) সচিবালয়ে গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে এই NDC দাখিল করা হয়েছে। 'NDC 3.0 তে ২০৩৫ সালের মধ্যে দেশে ৮৪.৯৭ মিলিয়ন টন কার্বন ডাই অক্সাইড সমতুল্য গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন প্রশমনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত NDC 3.0-এর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে NDC 3.0 Implementation Roadmap' এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৩। কার্বন মার্কেট ফ্রেমওয়ার্ক এর খসড়া প্রণয়ন

বাংলাদেশে Paris Agreement-4, Article-6 এর আওতায় কার্বন ট্রেডিং সম্পর্কিত কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Carbon Market Framework (খসড়া) প্রণয়ন করা হয়েছে এবং উক্ত Framework

টি ব্রাজিলের বেলেমে অনুষ্ঠিত COP-304 এ Pre-launch করা হয়েছে। Article-6 এর আওতায় কার্বন ট্রেডিং সম্পর্কিত ৯টি প্রকল্পের অনুকূলে Article-6 DNA কর্তৃক No Objection Letter প্রদান করা হয়েছে।

১৪। বাংলাদেশ ক্লাইমেট ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশীপ (BCDP)

বৈশ্বিক জলবায়ু সংকটের সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলোর একটি বাংলাদেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি সংস্থাকে সম্পৃক্ত করে বাংলাদেশ ক্লাইমেট ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশীপ (বিসিডিপি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যা দেশের প্রধান নীতিগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রাধান্য নির্ধারণ করে কার্যকর জলবায়ু বিনিয়োগ নিশ্চিত করবে।

বিসিডিপি মূলত একটি উচ্চপর্যায়ের অংশীদারিত্ব যা চারটি বিশেষায়িত ওয়ার্কিং গ্রুপের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। ইতোমধ্যে ১৩ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিসিডিপি'র ওয়ার্কিং গ্রুপসমূহের সদস্য এবং তাদের কর্মপরিধি পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, দীর্ঘ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে বিসিডিপি বোর্ডের ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে প্রতিটি ওয়ার্কিং গ্রুপে সুশীল সমাজ ও শিক্ষাবিদদের অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

১৫। পরিবেশ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন

যেসব জেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের নিজস্ব অফিস ভবন নেই, এমন ৩৭টি জেলায় অধিদপ্তরের নিজস্ব ভবন নির্মাণের বিষয় অনুমোদিত হয়েছে।

অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক পদে ১ জন, পরিচালক পদে ১০ জন, উপপরিচালক পদে ১২ জন এবং অন্যান্য পদে আরও ১০ জন কে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে ।

১২তম-২০তম গ্রেডের রাজস্ব খাতভুক্ত ১৬টি ক্যাটাগরির ১৮৮ টি শূন্য পদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১৬। মহাপরিকল্পনা ও কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্তকরণ

সরকার স্বল্পসময়ে সকল অংশীজনের মতামত গ্রহণ করে সেন্টমার্টিন দ্বীপ, পাহাড় সংরক্ষণ, লেড দূষণ নিয়ন্ত্রণ বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন এর উন্নয়ন এবং নদী দূষণ নিয়ন্ত্রণে মহাপরিকল্পনা ও কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছে।

১৭। পরিবেশ রক্ষায় বিশেষ সহায়তা নিশ্চিত করে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

রাজকীয় সুইডিস দূতাবাস ও জাপানের পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সাথে বিশেষ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে পরিবেশ মন্ত্রণালয় সোনাদিয়া বন পুনরুদ্ধার, বন্যপ্রাণি ট্রাস্ট গঠনে আইনী কাঠামো প্রণয়ন, নদী দূষণ মনিটরিং, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অতিরিক্ত বরাদ্দ ও কারিগরী সহায়তা নিশ্চিত করেছে।

খ। পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ, বন উজাড়, পাহাড় কাটা, নদী দূষণ, প্লাষ্টিক দূষণ, ইত্যাদি নানা সংকটে আবর্তিত পরিবেশ খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা সময় সাপেক্ষ। অন্তর্বর্তী সরকার নিয়মিত কাজের পাশাপাশি শীর্ষে থাকা সমস্যাগুলোর সমাধানে আইন ও নীতি পরিবর্তন ও প্রণয়নের পাশাপাশি প্রয়োগের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছে। দীর্ঘদিনের সমস্যা থেকে উত্তরণে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়ের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিচে উল্লেখ করা হলো:

১। পলিথিন ও প্লাস্টিক দূষণরোধে ব্যবস্থা

২০০২ সালে পলিথিন শপিং ব্যাগের উপর আইনী নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলেও তা কার্যকর করা যায়নি। দীর্ঘ ২২ বছরের নিস্ক্রিয়তার অবসান ঘটিয়ে অন্তবর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই এই আইনী নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগে সচেষ্ট হয় (সংযুক্তি-১০)। ইতোমধ্যেই দেশের শপিংমলগুলোতে নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিনের ব্যবহার বন্ধ করা হয়েছে (সংযুক্তি-১১)। কাঁচাবাজারসহ অন্যান্য স্থানে পলিথিনের ব্যবহার রোধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে পরিবেশ অধিদপ্তরের যৌথ অভিযানে প্রায় ৫২১ টন নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগ জব্দ করা হয়েছে। পলিথিনের বিকল্প সহজলভ্য করতে পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের সাথে সুলভে পাটের ব্যাগের সরবরাহ নিশ্চিত করতে প্রায় ১৫ লক্ষ পাটের ব্যাগ উৎপাদনের প্রকল্প (১ম পর্যায়) গৃহীত হয়েছে এবং ইতোমধ্যে প্রায় ৫ লক্ষ পাটের ব্যাগ উৎপাদন করে বাজারজাত হয়েছে।

বাংলাদেশ সচিবালয়কে একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিকমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে (ছবি-১) যা পর্যায়ক্রমে সকল সরকারি কার্যালয়েও নিশ্চিত করা হবে। প্লাস্টিক বর্জ্য অপসারণে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রায় ৭০০ জন স্বেচ্ছাসেবীর অংশগ্রহণে বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সেন্টমার্টিন দ্বীপসহ বেশকিছু এলাকায় ক্লিন আপ কর্মসূচি (ছবি-২) পালন করা হয়েছে যা মন্ত্রণালয় ও পরিবেশ অধিদপ্তরকে অনেক বেশি দৃশ্যমান করেছে।

২। বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

বিগত কয়েক বছর যাবৎ বায়ু দূষণে ঢাকা, গাজীপুরসহ কিছু নগর এলাকা বিশ্বে শীর্ষে অবস্থান করছে। ঢাকা ও আশেপাশের বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে জাতীয় বায়ুমযান ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ কে আহ্বায়ক করে ২২ সদস্য বিশিষ্ট টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে বায়ু দূষণের স্থানীয় উৎস নিয়ন্ত্রণে Zero Soil কর্মসূচি (সিটি কর্পোরেশন ও বন বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন), সাভার ডিগ্রেডেড এয়ার সেড ঘোষণা (এখানে বায়ু এর বার্ষিক মানমাত্রা জাতীয় বার্ষিক মানমাত্রার প্রায় তিনগুণ অতিক্রান্ত) ও বাস্তবায়ন, ক্ষতিকর ধোয়া নিঃসরণকারী পুরোনো যানবাহনের বিরুদ্ধে BRTA এর সাথে যৌথ অভিযান (ছবি-৩), নির্মাণ সামগ্রী উন্মুক্ত রাখা (ছবি-৪) ও উন্মুক্ত স্থানে বর্জ্য পোড়ানোর বিরুদ্ধে অভিযানসহ রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে নিয়মিত পানি ছিটানোর ব্যবস্থা (ছবি-৫) করা হয়। সম্মিলিতভাবে এসব উৎস বায়ু দূষণের মোট ৮৬% দায়ী। বর্জ্য পোড়ানো বন্ধে সিটি কর্পোরেশন ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য অংশীজনদের অনুরোধ করা হয়েছে এবং গণবিজ্ঞপ্তিসহ ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা করা হয়েছে। বর্জ্য পোড়ানোর ছবি ও তথ্য দাতাদের জন্য পুরস্কারের প্রচলন করা হয়েছে। সমগ্র সাভার উপজেলাকে ডিগ্রেডেড এয়ার শেড ঘোষণা করে (সংযুক্তি-১২) নিয়মিত অভিযানের ফলে ২০২৪-২৫ এ চালু থাকা ১০৬টি ইট ভাটার সংখ্যা নেমে আসে ২৫-৩০টিতে। পাশাপাশি সাভার এলাকায় বায়ু দূষণকারী পাইরোলাইসিস, চারকোল, সীসা গলানোর ৩০টি প্রতিষ্ঠান উচ্ছেদ করা হয়।

পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে মোটরযান স্ক্যাপিং ও রিসাইক্লিং নীতিমালা, ২০২৬ প্রকাশ করেছে। একই মন্ত্রণালয় বায়ুর মান উন্নত করতে ইস্টার্ন রিফাইনারির আধুনিকায়নের প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

টাস্কফোর্স-এর তত্ত্বাবধানে পরিবেশ অধিদপ্তর, বিআরটিএ, সিটি কর্পোরেশন এবং অন্যান্য সংস্থার ম্যাজিস্ট্রেটদের সমন্বয়ে মোবাইল কোর্ট গঠনপূর্বক এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম চালু রাখা হয়েছে। গত ১.৫ বছরে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ৮৯৬টি বায়ুদূষণকারী অবৈধ ইটভাটা ভাঙা হয়েছে, ১৬৪১ টি অবৈধ ইটভাটায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৩১.৭৮ কোটি টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে এবং ১৩ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

রোডসাইড বায়ুদূষণ পরিমাপ ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে জাইকার সহযোগিতায় The Project for the Improvement of Equipment for Air Pollution Monitoring শীর্ষক প্রকল্প কার্যক্রম বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

৩। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে গৃহীত চলমান প্রকল্প সংশোধন করে এর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। সংশোধিত প্রকল্পের আওতায় প্রথম পর্যায়ে ৩,০০০ জন গাড়ীচালককে বিআরটিএ এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়েছে। নতুন সংশোধিত শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালার অধীনে ঢাকা মহানগর পুলিশ ২০ জুলাই ২০২৬ তারিখ ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় হর্ণ এর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছে। শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে সচেতনতামূলক কার্যক্রমের আওতায় ৩৭০টি ক্যাম্পেইন আয়োজন করা হয়েছে। ক্যাম্পেইনে তরুণদের সম্পৃক্ত করা হয়েছে (ছবি-৬)। জানুয়ারি ২০২৫ থেকে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত সময়ে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে শিক্ষার্থী, পরিবহন শ্রমিক, মসজিদের ইমাম, নির্মাণ শ্রমিক, সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী ও পেশাজীবীসহ প্রায় ৩৪ হাজার জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে ১,০৫০টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে প্রায় ৪৮ লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য ও আদায় এবং ৩,৫৫৩টি হাইড্রোলিক হর্ণ জব্দ করা হয়েছে।

৪। প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সুরক্ষা

অনিয়ন্ত্রিত পর্যটনের ভারে দেশের একমাত্র প্রবাল সমৃদ্ধ দ্বীপ সেন্টমার্টিন এর প্রতিবেশ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিল। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্বগ্রহণের পরপরই এই দ্বীপের প্রতিবেশ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে। সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অংশগ্রহণে এই দ্বীপের মাস্টারপ্ল্যান এর চূড়ান্ত খসড়া প্রকাশ করা হয়েছে। সরকারি বেসরকারি বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের পরামর্শ অনুযায়ী দ্বীপে পর্যটন সময় ও পর্যটকের সংখ্যা সীমিত করে নির্ধারণ করা হয়েছে। কেবলমাত্র নভেম্বর এবং ডিসেম্বর ছাড়া সেন্টমার্টিনে রাত্রিযাপন নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং প্রতিদিনের পর্যটন সংখ্যা ২০০০ এ সীমাবদ্ধ করা হয়েছে, যা নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। QR কোড ও ট্রাভেল পাস এর মাধ্যমে, যাত্রী সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।

সেন্টমার্টিন দ্বীপের জনগণের বিকল্প, পর্যটনহীন মাসে বিশেষ ভাতা, পর্যটকের জন্য করণীয় ও নিষিদ্ধ কাজের তালিকা প্রণয়ন (সংযুক্তি-১৩), দ্বীপে প্লাষ্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, মোটরসাইকেল, শব্দ ও আলো দূষণ নিয়ন্ত্রণে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। দ্বীপের পরিবেশ রক্ষায় এবং Single Use Plastic (SUP) এর ব্যবহার হ্রাস করার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর ০১-৩১ জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত সেন্টমার্টিনগামী

পর্যটকবাহী জাহাজসমূহ নিয়মিত তদারকি করেছে। দ্বীপ থেকে প্লাষ্টিক বর্জ্য অপসারণে পর্যটন মৌসুম শেষে ফেব্রুয়ারি এর প্রথম সপ্তাহে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ও স্থানীয় প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় ২০০ জন স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক (ছবি-৭) অংশ নিয়েছেন। স্থানীয় প্রশাসন এবং টুরিস্ট পুলিশ এর সহযোগিতায় বিধিনিষেধ লঙ্ঘনকারী পর্যটকদের সতর্ক ও জরিমানা করা হয়েছে।

৫। বন ও বনভূমি রক্ষায় কার্যক্রম

অন্তর্বর্তী সরকার তার সীমিত সময়ে দেশের তিন শ্রেণীর বনের প্রতিনিধিত্বমূলক তিনটি বন এলাকা পুনুরুদ্ধারে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পাতাঝরা শালবন, সোনাদিয়ার উপকূলীয় বন, চিরসবুজ চুনতি বন পুনুরুদ্ধারে গৃহীত বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। একই সাথে প্রকৃতি থেকে হারিয়ে যাওয়া বন্যপ্রাণী প্রকৃতিতে ফেরানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। একই সাথে প্রথমবারের মতো শুরু হয়েছে শতবর্ষী বৃক্ষ, স্মারক বৃক্ষ গেজেটভুক্তকরণ। বিপন্ন হাতি ও মেছোবিড়াল রক্ষায় জনসচেতনতাসহ (ছবি-৮) আইন প্রয়োগের কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

বন পুনরুদ্ধার

- শাল বৃক্ষ সমৃদ্ধ **মধুপুর** বনাঞ্চলের ৪৫ হাজার ৫ শত ৬৫ একর বনভূমির সীমানা চিহ্নিতকরণ কাজ শতকরা ৬০ ভাগ সমাপ্ত হয়েছে এবং বনাঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর গৃহ জরীপের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। সম্প্রতি "মধুপুরের শালবন পুন:প্রতিষ্ঠা পরিকল্পনা" (২০২৫-২৬ হতে ২০২৭-২৮) শীর্ষক ৩ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা মোতাবেক ইতোমধ্যে পরিচালন ব্যয় খাত হতে ২৪১৬.৬০ একর বনভূমিতে শালবন ফিরিয়ে আনা হবে। ইতোমধ্যে ৪৯৪.০ একর বনভূমি থেকে একাশিয়া বাগান অপসারণ করে শাল ও সহযোগী গাছের মাধ্যমে বনায়নের জন্য ৬,২৫,০০০টি চারা উত্তোলন করা হয়েছে (ছবি-৯) যা ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বনায়ন করা হবে। এছাড়া মধুপুর বনাঞ্চলে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া ময়ূর ফিরিয়ে আনার জন্য মধুপুর জাতীয় উদ্যানে ১৮টি ময়ূর অবমুক্ত (Soft release) করা হয়েছে।

- "**চুনতি** বনাঞ্চলের জলবায়ু সহনশীল বন পুনরুদ্ধার (পুনরুদ্ধার-চুনতি)" শীর্ষক ৩ বছর মেয়াদী প্রকল্পের আওতায় মোট ১,২৩৫ একরে বনের প্রতিবেশ ব্যবস্থা উপযোগী দেশীয় প্রজাতির বৃক্ষ দিয়ে বন ফিরিয়ে আনা হবে। ইতোমধ্যে মোট ১৮.২০ একর বনভূমির জবরদখল উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে রোপিত ১৩৬ একর আকাশমনি বাগান অপসারণ করে দেশীয় প্রজাতি চারা দ্বারা ৪২ একর বনায়ন করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে চুনতি অভয়ারণ্য এলাকায় বন পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে দেশীয় প্রজাতির চারা দ্বারা ১,২৩৫ একর বনভূমিতে বনায়নের জন্য নার্সারী উত্তোলনের কাজ চলমান রয়েছে।

- উপকূলীয় বন **সোনাদিয়া** প্রতিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন এলাকায় ঘোষণা করা হলেও বিগত সরকার এই বনাঞ্চলে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য তা বেজা-কে হস্তান্তর করে। অন্তবর্তী সরকার বেজার অনুকূলে বরাদ্ধকৃত ৯,৪৬৬.৯৩ একর বনভূমি বন্দোবস্ত বাতিলের উদ্যোগ নিলে বেজার সমর্থনে তা বন বিভাগের অনুকূলে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়। বর্তমানে এই বনভূমিতে অবৈধভাবে স্থাপিত চিংড়ি ঘের উচ্ছেদের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

- বন্যহাতির নিরাপদ বিচরণক্ষেত্র ও খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে **শেরপুর ও জামালপুর** জেলায় আকাশমনি গাছ অপসারণ করে ৪৪৫ একর শাল সহযোগী এবং হাতির উপযোগী প্রজাতি দ্বারা বন ফিরিয়ে আনার কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

- বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে শাল বৃক্ষ সমৃদ্ধ ঢাকার **পূর্বাচলের** ১৪৪ একর ভূমি বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এ শাল বনের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যার আওতায় শিক্ষার্থীদের বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে দেশে প্রথমবারের মত একটি "নেচার লার্নিং সেন্টার" স্থাপন করার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এখানে শাল বনায়ন এবং ন্যাচার লার্নিং সেন্টার স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

উন্নয়ন প্রকল্প থেকে বনভূমি পুনরুদ্ধার

বিগত সরকার কর্তৃক নিচে উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ জীব বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ বনভূমি (১০,৩৪৯.৭৩ একর) বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে বরাদ্দ দিলেও অন্তবর্তী সরকার তা বন বিভাগের অনুকুলে ফেরত আনতে সক্ষম হয়েছে-

- লোক প্রশাসন একাডেমি স্থাপনের নিমিত্ত বন্দোবস্ত প্রদানকৃত কক্সবাজার জেলায় ঝিলংজা মৌজার ৭০০ একর রক্ষিত বনভূমির বন্দোবস্ত বাতিলকরণ

- বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) এর 'টেকনিক্যাল সেন্টার' নির্মাণের জন্য কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলার জঙ্গল খুনিয়াপালং মৌজায় ২০ একর সংরক্ষিত বনভূমি অবমুক্তকরণ (ডি-রিজার্ভ) বাতিলকরণ

- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)-এর অনুকূলে বরাদ্দকৃত কক্সবাজার জেলার সোনাদিয়া দ্বীপে ৯,৪৬৬.৯৩ একর বনভূমির বরাদ্দ বাতিলকরণ

- শহীদ এ টি এম জাফর আলম ক্যাডেট কলেজ (বেসরকারি) এর অনুকূলে বন্দোবস্ত প্রদানকৃত কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলার খুনিয়াপালং মৌজায় ১৫৫.৭০ একর রক্ষিত বনভূমি বন্দোবস্ত বাতিলকরণ

- চট্টগ্রামের উত্তর সলিমপুর মৌজার ৭.১ একর বনভূমি জাহাজ ভাঙা ইয়ার্ডের অনুকুলে বন্দোবস্ত বাতিলকরণ

এছাড়াও অন্তবর্তী সরকার মধুপুর জাতীয় উদ্যানের বনভূমি ফেরত দিতে বিমান বাহিনীকে (সংযুক্তি-১৪) এবং মীরসরাই উপজেলার বেজার অনুকূলে বন্দোবস্তকৃত ৪১০৪.০ একর বনভূমির বন্দোবস্ত বাতিল করতে বেজাকে চিঠি পাঠিয়েছে (সংযুক্তি-১৫)। বন অধিদপ্তর ও অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় আগস্ট/২০২৪ হতে নভেম্বর/২০২৫ পর্যন্ত মোট ৫ হাজার ৭ শত একর জবরদখলকৃত বনভূমি অবৈধ দখলদার থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

৬। আগ্রাসী প্রজাতির গাছ নিষিদ্ধকরণ

সরকার ১৫ মে ২০২৫ তারিখে এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে দেশে বিদেশী ও আগ্রাসী প্রজাতির আকাশমনি ও ইউক্যালিপটাস এর রোপণ নিষিদ্ধ করেছে (সংযুক্তি-১৬)। কৃষি অধিদপ্তর ও বন বিভাগের বিভিন্ন নার্সারীতে থাকা এসব গাছের চারা বিনষ্ট করা হয়েছে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নার্সারী মালিকদের ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে। গ্রাম পর্যায়ে এসব দ্রুত বর্ধনশীল গাছ অপসারণ করে দেশী প্রজাতির গাছ রোপণে উদ্বুদ্ধ করতে রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলার কুর্শা কাজিপাড়া ও সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার শেখপাড়া নামক ২টি গ্রামে বিশেষ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে যা ২০২৬ সালের বর্ষা মৌসুমে বাস্তবায়ন করা শুরু হবে।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় জাতীয় উদ্যান, ইকো পার্ক এবং উদ্ভিদ উদ্যানসহ সকল রক্ষিত এলাকায় বনভোজন ও একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিক নিষিদ্ধ করেছে।

৭। বন অধিকারের স্বীকৃতি

বন সংরক্ষণের পাশাপাশি প্রথাগত বনবাসিদের বন অধিকারের রস্বীকৃতি দিতে আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী (রিট পিটিশন নং ১৮৩৪/২০১০) অন্তবর্তী সরকার গৃহ জরিপের পাশাপাশি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন করেছে (সংযুক্তি-১৭)। বর্তমানে "মধুপুর বনাঞ্চলে বসবারত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের বনভূমির মালিকানার স্বীকৃতির আবেদন ফরম"-এর মাধ্যমে আবেদন সংগ্রহ করা হচ্ছে যা উপজেলা ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জেলা কমিটির মাধ্যমে চূড়ান্ত স্বীকৃতি দেয়া হবে।

টাঙ্গাইল বন বিভাগের মধুপুর অঞ্চলে দায়েরকৃত ৮৮টি মামলা প্রত্যাহার করে সংশ্লিষ্ট মামলাসমূহে ক্ষুদ্র নৃ- গোষ্ঠীর ২৩১ জনসহ মোট ৩৮৭ জনকে খালাস দেওয়া হয়েছে (ছবি-১০)।

৮। বন্যপ্রাণী রক্ষায় বিশেষ কার্যক্রম

অন্তবর্তী সরকার প্রথমবারের মত সরকারি অর্থায়নে প্রাণিকুলের লাল তালিকা হালনাগাদ করার কাজ শুরু করেছে। এই তালিকা অনুযায়ী বিপন্ন প্রাণি সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব হবে।

জুলাই ২০২৫ থেকে জুন ২০২৮-এ বাস্তবায়িতব্য "হাতি সংরক্ষণ" শীর্ষক একটি প্রকল্পের অধীনে চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, সিলেট ও রংপুরে ১১টি জেলায় হাতির প্রাকৃতিক আবাসস্থল উন্নয়ন, করিডোর সংরক্ষণ, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, হাতি মানুষ দ্বন্দ্ব নিরসন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পাদন করা হবে। এ প্রকল্পের আওতায় চুনতি জুরি বনের কোন একটিতে হাতির অভয়াশ্রম গড়ে তোলা হবে যেখানে পালিত হাতি পরীক্ষামূলকভাবে প্রকৃতিতে ফিরিয়ে আনা হবে। অন্তবর্তী সরকার দ্রুততার সাথে চট্টগ্রাম কোরিয়ান ইপিজেড (KEPZ) এলাকায় ৬টি ERT গঠন করে যার ফলে আনোয়ারা ও কর্ণফুলী সংলগ্ন এলাকায় হাতি-মানুষ দ্বন্দ্ব নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। সরকার একইসাথে সরকার একটি বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করে শেরপুর এলাকায় ৫২টি ERT গঠন করেছে যাতে জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে হাতি হত্যা রোধ করা সম্ভব হয়।

বিপন্ন মেছোবিড়াল সংরক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো 'বিশ্ব মেছোবিড়াল দিবস' উদযাপন করা হয়েছে, মেছো বিড়াল হত্যার বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। হাতি ও মেছো বিড়াল রক্ষায় জনসচেতনতা গড়ে তুলতে পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে।

৯। বন মামলার পর্যালোচনা

প্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ বন মামলার নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে এবং প্রথাগত বনবাসীদের হয়রানীমূলক মামলা থেকে রেহাই দিতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় প্রায় ২০,০০০ (বিশ) হাজার মামলার তালিকা প্রস্তুত করেছে এবং এ তালিকা থেকে প্রাধিকার নির্ধারণের অনুশাসন জারি করেছে (সংযুক্তি-১৮)।

১০। নতুন সংবেদনশীল এলাকা ঘোষণা

দেশের রাজশাহীর দুইটি (বিল জোয়ানা এবং বিল ভেলা) জলাভূমিকে জলাভূমি নির্ভর প্রাণী অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া রংপুরের ভাড়ারদহ ও পাটোয়াকামড়ি বিল, বগুড়ার শেরপুরের বড়বিলা, চাপাইনবাবগঞ্জের চড়ুইল বিল, বাবুডাইন, রাজশাহীর পদ্মারচর এবং শিমলা পার্ককে জীববৈচিত্র্যের জন্য বিশেষ সংরক্ষিত এলাকার আওতায় আনার কাজ চলমান রয়েছে।

১১। পাহাড় রক্ষায় উদ্যোগ

দেশের ১৬টি পাহাড় সমৃদ্ধ জেলার সকল পাহাড় ও টিলা চিহ্নিত করে ম্যাপিং চূড়ান্ত করা হয়েছে। পাহাড়ি অঞ্চলের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন, সামাজিক স্থিতিশীলতা ও পরিবেশগত ভারসাম্য সুরক্ষায় একটি "পাহাড় ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা" গ্রহণ করা হয়েছে। পাহাড়ি এলাকায় পুনঃবনায়ন ও সবুজায়নের প্রকল্প, রিমোট সেন্সিং ও ড্রোনভিত্তিক পাহাড় বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ, পাহাড়ি এলাকাতে স্থানীয় সম্প্রদায়ের অধিকারের আইনী স্বীকৃতি, পাহাড়ি ভূমি ব্যবহারের জোনিং আইন প্রণয়ন, পাহাড়ি এলাকাকে সংরক্ষিত অঞ্চল ও সীমিত ব্যবহারের শ্রেণিবিন্যাসসহ "বাংলাদেশের পাহাড় ব্যবস্থাপনা সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা ২০২৫-২০৩০" প্রণয়নপূর্বক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

১২। জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অধীনে উল্লেখযোগ্য কিছু প্রকল্প

অন্তবর্তী সরকার তার মেয়াদে জলবায়ু অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রশমন বিষয়ে মোট ৬৯টি প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে। এসব প্রকল্পের মধ্যে গ্রামীণ পর্যায়ে কৃষকদের জন্য ২০০টি মিনি কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন, ৩ উপকূলীয় জেলায় সুপেয় পানি সংরক্ষণ, দেশের সর্বোচ্চ দূষিত ৩টি নদী (হালদা, সুতাং, হাড়িধোয়া) পুনরুদ্ধার, শ্যামসুন্দরী নদী পুনরুদ্ধার, বিভিন্ন খাল খনন, ঢাকা ও গাজীপুরের পুকুর সংস্কার, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, বিভিন্ন বন পুনরুদ্ধারসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প রয়েছে।

ছবি-১ সচিবালয়কে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক মুক্তকরণে গৃহীত কার্যক্রম

ছবি-২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লিন আপ কর্মসূচি

ছবি-৩ গাড়ির কালো ধোঁয়াজনিত বায়ুদূষণ এর বিরুদ্ধে BRTA এর সাথে যৌথ অভিযান

ছবি-৪ নির্মাণ সামগ্রী উন্মুক্ত রাখা বন্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

ছবি-৫ রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে নিয়মিত পানি ছিটানো

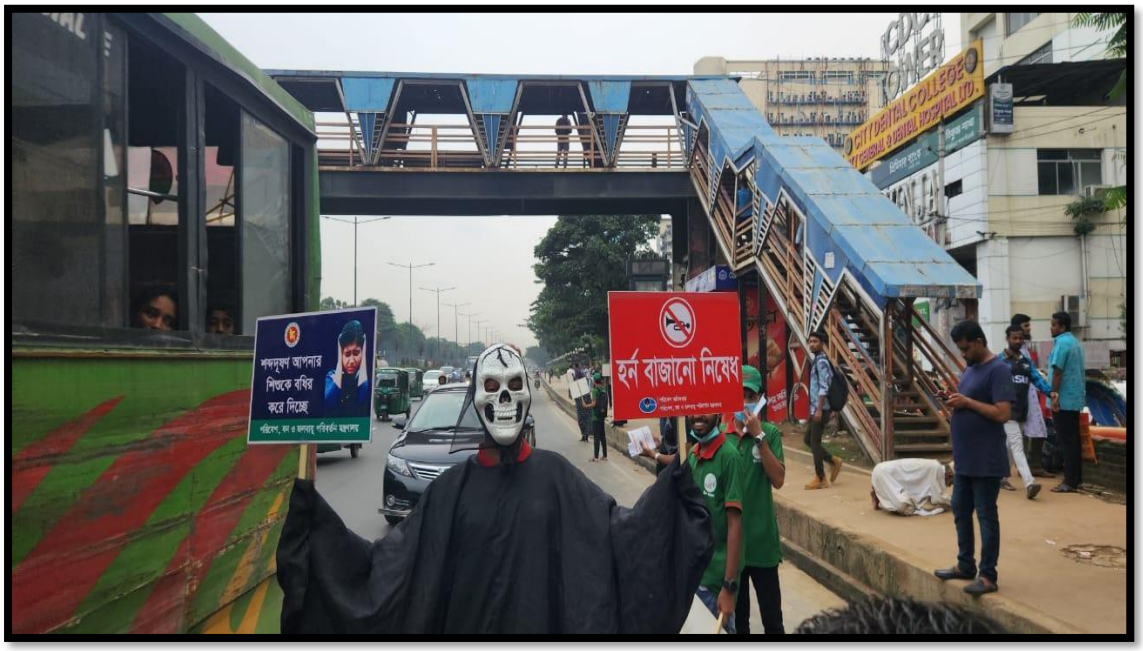

ছবি-৬ তরুণদের সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন

ছবি-৭ সেন্টমার্টিন দ্বীপে ক্লিন আপ কর্মসূচি

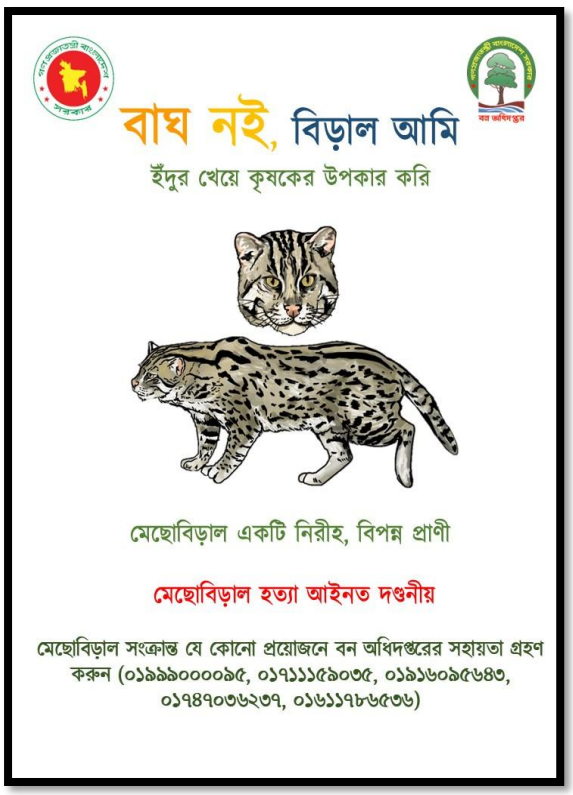

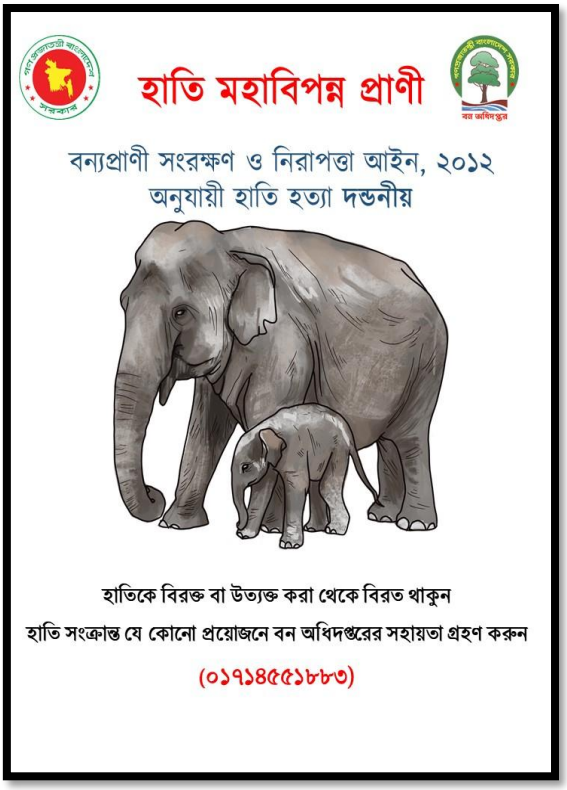

ছবি-৮ বিপন্ন হাতি ও মেছোবিড়াল রক্ষায় জনসচেতনতা সৃষ্টি

ছবি-৯ মধুপুরে শাল ও শাল সহযোগী চারার নার্সারি পরিদর্শন

মধুপুর (টাঙ্গাইল): বন মামলা থেকে খালাস পাওয়াদের মধ্যে গারো সম্প্রদায়ের তিন জন —ইত্তেফাক

বন মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তে মধুপুরে মামলা থেকে খালাস ৩৮৭ আসামি

■ ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি, মধুপুর থেকে

লাটু নকরেক, পিতা-মৃত সমিলা মাংসাং। বাড়ি মধুপুর বনাঞ্চলের বেড়িবাইদ গ্রামে। পেশায় দিনমজুর। আনারস আর কলাবাগানে দিনমজুরি করে সংসার চালান। জবরদখল হওয়া বনভূমির কলাবাগানে দিনমজুর হিসাবে কাজ করতে গিয়ে ২০১৭ সালে প্রথম বন মামলার আসামি হন। এরপর ২০২১ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে আরো ১২টি মামলা হয়। মামলায় দুই বার জেল হাজতে যেতে হয়। গত বুধবার টাঙ্গাইল বন আদালত মধুপুর বনাঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর গারো ও কোচ সম্প্রদায় এবং বাঙালিদের বিরুদ্ধে চলমান ৮৮টি বন মামলা খারিজ করে দেয়। এসব মামলায় আসামি ছিলেন ৩৮৭ জন। এর মধ্যে লিটু চার মামলা থেকে খালাস পান। কিন্তু বিচারাধীন অন্য ৯ মামলা থেকে আদৌ খালাস পাবেন কিন, জানেন না। তা নিয়ে সংশয়ে রয়েছেন। তিনি এসব হয়রানিমূলক মামলা খারিজ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার দাবি জানান।

টাঙ্গাইল বিভাগীয় বন অফিস এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, মধুপুর শালবনে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের প্রথাগত ঐতিহ্য ও অধিকার সংরক্ষণের জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় গত ৪ ডিসেম্বর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত এসব বন মামলা প্রত্যাহারের জন্য সিদ্ধান্ত নেন। সেই সিদ্ধান্ত মোতাবেক বন আদালতের বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট গত বুধবার মামলার শুনানি গ্রহণ করেন। দায়িত্বরত বন মামলার পরিচালক শুনানিকালে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত বিজ্ঞ আদালতের নজরে আনেন। বিজ্ঞ বন আদালত বিষয়টি আমলে নিয়ে ৮৮টি বন মামলা প্রত্যাহার করেন। এতে অভিযুক্ত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ২৩১ জন এবং স্থানীয় বাঙালি ১৫৬ জনসহ মোট ৩৮৭ জন মামলা থেকে খালাস পান। এসব মামলা থেকে প্রত্যাহার ও খালাসের ফলে মধুপুর জঙ্গলে বসবাসরত প্রথাগত বনবাসীদের মাধ্যমে শালবন সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রম অধিকতর সহজ হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

মামলা খালাসের কাগজপত্র ঘেটে দেখা যায়— আসামিদের ২৭৩ জন জাতীয় সদর উদ্যান রেঞ্জের পাঁচ জন মধুপুর রেঞ্জের এবং অবশিষ্টরা দোখলা রেঞ্জের। অরনখোলা রেঞ্জে দায়ের করা বা চলমান কোনো মামলা খারিজের তালিকায় ছিল না। ফলে এ রেঞ্জের সব বন মামলা আদালতে চলমান থাকবে। খালাস পাওয়া আসমিদের মধ্যে ১৩ জন নারী, দুই জন এনজিওকর্মী এবং এক জন সাংবাদকর্মী রয়েছেন। গারো নেতা এবং জয়েনশাহী আদিবাসী উন্নয়ন পরিষদের সভাপতি ইউজিন নকরেকও দুইটি বন মামলা থেকে খালাস পেয়েছেন।

ছবি-১০ টাঙ্গাইল বন বিভাগের মধুপুর অঞ্চলে দায়েরকৃত ৮৮টি মামলা প্রত্যাহার করে সংশ্লিষ্ট মামলাসমূহে ক্ষুদ্র নৃ- গোষ্ঠীর ২৩১ জনসহ মোট ৩৮৭ জনকে খালাস দেওয়া হয়েছে